ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৪৯৪
আগরতলা,৪ সেপ্টেম্বর,২০১৯

রাজ্যকে হেলথ হাব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যকে হেলথ হাব হিসাবে গড়ে তোলার দিশায় কাজ করছে রাজ্য সরকার। এর জন্য অনুকূল পরিবেশ রয়েছে রাজ্যে। তাই দেশের নামী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা চলছে। মেডিক্যাল সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পি পি পি মডেলকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। আজ আগরতলায় বালাজী হেলথ কেয়ার-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে রাজ্যে শিল্পের বিকাশে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। মেডিক্যাল সেক্টরে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি রোজগারের সুযোগও সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, ত্রিপুরা এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রচুর সংখ্যক রোগী উন্নত চিকিৎসার জন্য ত্রিপুরা হয়ে চেন্নাই সহ দেশের অন্যত্র ছুটে যাচ্ছেন। এতে বিপুল পরিমাণ অর্থ রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। একই সঙ্গে পরিশ্রম এবং সময় বাড়ছে। তিনি বলেন, চেন্নাই সহ দেশের অন্যান্য হাসপাতালগুলিতে বাংলাদেশের রোগীদের সুবিধার্থে সব ধরনের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে যাতে বাংলাদেশের রোগীদের ভাষাগতভাবে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয়। রাজ্য সরকার এ বিষয়গুলি বিবেচনা করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমস্ত পরিকাঠামো রাজ্যে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। রাজ্য এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের রোগীরা যাতে রাজ্যেই সব ধরনের চিকিৎসার সুযোগ পেতে পারেন সেই লক্ষ্যেই সরকার সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ১৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত চিকিৎসা সুবিধা সম্পন্ন রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতাল রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হবে। এছাড়াও জি বি হাসপাতালে অত্যাধুনিক নতুন বিভাগ খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যশিক্ষার ক্ষেত্রে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজে এ বছর থেকে এম বি বি এস কোর্সে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাজ্যে এ এন এম এবং জি এন এম কোর্সও চালু রয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমেও রাজ্যের মানুষ চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে সুবিধা পাবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শিল্প-উদ্যোগীরা যাতে এগিয়ে এসে শিল্প কারখানা স্থাপন করতে পারেন সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম চালু করেছে। ইতিমধ্যে ১০টি প্রজেক্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা পড়েছে। শিল্প গড়ার জন্য আগে যে ১৯টি দপ্তর থেকে অনুমতি নিতে হতো তা এখন একই জায়গায় করার লক্ষ্যে স্বাগত নামক পরামর্শদান কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এক মাসের মধ্যে সমস্ত অনুমতি পাওয়া যাবে।

***২-এর পাতায়

অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, আজ এক নুতন দিগন্তের উন্মোচন হলো। রাজ্যের মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবার জন্য যাতে বহির্রাজ্যে না যেতে হয় সেই লক্ষ্যে আগামী দিনে এই সেন্টারটির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবার সমস্ত সুযোগ পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা বলেন, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাকে মূলত সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছে রাজ্য সরকার। রাজ্যে গুণগত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের দিকে বালাজী হেলথ কেয়ার সেন্টারটি আন্তরিকভাবে কাজ করবে। রাজ্যের গরীব অংশের মানুষ যাতে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পেতে পারেন সেই ব্যবস্থা এই সেন্টারটি গ্রহণ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বালাজী হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডাঃ পার্থপ্রতিম সাহা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন বালাজী হেলথ কেয়ারের ম্যানেজিং ডিরেক্টার পঙ্কজ রায়।

অনুষ্ঠানে বালাজী হেলথ কেয়ারের অন্যতম ডিরেক্টর জেনী পাল (রায়) বালাজী গ্রুপের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য ১ লক্ষ টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে রাজ্য এবং বহির্রাজ্যের প্রখ্যাত চিকিৎসকগণ উপস্থিত ছিলেন।

*****